ইন্দ্রপুরীর স্বর্ণাক্ষর

জেবুননেসা হেলেন

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭৫ ৪৯৮৭৯৩৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro2001@gmail.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ২০০ টাকা

Endropurir Swrrnakkhor by Jebun Nesa Helen Published by Mustafa Salim of Utso Prokashan.
127 Aziz Super Market (2nd floor), Shahbagh, Dhaka 1000.

ISBN : 978-984-98454-4-7

সূচি

০৭ \ পুরীর ইন্দ্র
০৮ \ দেশ চলে
বাতিল মুদ্রায়
১০ \ চলো গণ্ডি ছাড়ি
১২\ Quarsar
১৩ \ এ শতকের মিথ
১৪ \ স্বেচ্ছা মিরর
১৫ \ গ্লোবাল সমীক্ষা
১৬ \ শ্রী
১৭ \ ন্যারেটিভ ভাবনা
১৯ \ আদ্র ও উষ্ণ
উভয় অবস্থায়ই দৃঢ়
২০ \ ধ্রুব জ্যোতি
২১ \ প্রস্তাবনা
২৩ \ ঋতুমতি প্রেম
২৪ \ কাঁটার অস্বস্তি
২৫ \ মাকড়ের সন্তান
২৬ \ শেকড়ে ঘুণ
২৭ \ ঢাক গুড় গুড়
২৮ \ অতীত ডিভাইজ
২৯ \ আর্তি
৩০ \ প্রকরণ
৩১ \ শাস্ত্র প্রলয়
৩২ \ ডিগ্রি লাভ
৩৩ \ বিপ্রতিপ
৩৪ \ থার্মোমিটার পিতা
কাঁচবালি নাকি পারদ!
হলুদ সময় / ৩৫
ইসাডোরা ডানকান / ৩৬
বিপাকিয় বহুরৈখিকতা / ৩৭
সমজদার / ৩৯
নবরস / ৪০
সব্যসাচী বুনন / ৪২
শব্দ শঙ্খ / ৪৩
ভোক্তা জ্ঞান / ৪৪
দিবাকর / ৪৫
কিমা সমাচার / ৪৬
দা-কাঁচি / ৪৮
বিশ্বাস সংজ্ঞা নির্ভর নয় / ৪৯
নিজস্ব সরলাংক / ৫০
নগরায়নের নির্মলতা / ৫১
অম্বরে আঘাতে / ৫২
কবিতার সংজ্ঞা / ৫৩
খোয়াব খেকো / ৫৪
শাসনের জৌলস / ৫৫
কড়ির চাল / ৫৬
অপূর্ণ সমীকরণ / ৫৭
অনিবার্য আকাশ / ৫৮
গতিস্রোত / ৫৯
কম্পিত গঠন / ৬০
উঁচু ভাব / ৬১
দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রাঘিমা / ৬২
ভক্তি জ্ঞান / ৬৩
লগ্নধারাপাত / ৬৪

ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্র

নদীর জল কাগজ করে
লিখেছিলাম যে যে নাম,
বার বার ঢেউয়ের তোড়ে
ভেঙেছে সুরতহাল।

এবার মাটির জমিন
উল্কি করে জলছাপে লিখলাম।

বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, পুন্ড্র,
বরেন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপ ...

ষোলো জনপদ নিসর্গ রঙ মেখে
স্মৃতি সাগর আঁকলাম।
বাংলার বর্ণাক্ষরে বর্ণাশ্রম বানালাম।

আঙুলের ডগায় লেগে থাক,
ফড়িং, প্রজাপতি ও ফুলের পরাগ
লেপা ইন্দ্রপুরীর স্বর্ণাক্ষর।

পরিবর্তীত দেবনাগরী লিপিতে
লিখবো আমাদের প্রেম।

তুমি ইন্দ্র
আমি ইন্দ্রানী।

দেশ চলে
বাতিল মুদ্রায়

বাজারে নষ্ট, ছেড়া, স্কচটেপ মারা
আর পোড়া টাকা বাংলার নানান
প্রতীক বুকে হামেশা ওড়ে।

প্রশাসনের নাকের ডগায়
মাছি ওড়ায় কি আসে যায়?
সরকারি ব্যাংকে মাস কাবারি
বেতন তোলার ভিড়ে,
দু'চার বার বড় ছোট নোট নকল গছায়
ক্যাশ বাক্সের ক্যাশিয়ার।

উন্নয়নশীলতার চাপে
ও শ্রমে ভুলে যায় জনগণ
কি নাম রেখেছিলো বাপে।

পোশাক ও শিল্পকারখানায়
শ্রমমূল্য কখনও হয় ছেদা মুদ্রায়
বিনা বেতনে হয় কর্ম উদ্ধার।
হরতালে বেতালে ভাসে কত সুখ-দুঃখ বাণী।

বাস, টেম্পু, রিক্সা, অটোরিক্সায়
ঘরে-ফেরার তাড়ায় মুখরোচক কল্প-কাহিনী;
বাজারে দর-দামের বৎসায়
ফের দোকানি গছায়
দু'চার খণ্ড তালির মুদ্রা।

জোড়া-তালির সংসারে
'নুন আনতে পানতা ফুরায়'
যে সংসারে-ছেদা ফুটা, ছেঁড়া

মুদ্রার ভার পড়ে
তাদের ঘাড়ে।
তারা সমাজে নাম
লেখায় বাতিল মুদ্রায়।

দেশও কিন্তু চলে
বাতিল মুদ্রায়।

চলো গণ্ডি ছাড়ি

পৃথিবী খ্যাত
চার মহাকাব্যের
কোনো মহাকাব্যে
আমাদের নাম লেখা নেই।

হোমার লেখেন নাই
'ইলিয়াড' বা 'ওডিসিতে'।

বেদব্যাস লেখেন নাই
মহাভারতে
বাল্মিকীও লেখেন নাই রামায়ণে
এমন কি পাণিনির
রামায়ণেও তুমি আমি নাই।

মাইকেল মধুসূদন
আমাদের দেশি হয়েও
মেঘনাদ বধে
আমাদের লিপিবদ্ধ করেন নাই।

তুমি কি ভাবছো,
পৃথিবীর
স্বল্পোয়তন প্রায় আশি মহাকাব্যে
আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে?
নাহ! পাবে না।
সবইতো স্তুতি গাথা।

বিশ্বাস না হয় চলো,
হাত ধরে, পথ চলি,
খুঁজে আসি
ক্ষুইয়ে ফেলে সুখতলি ....

কি আসছো তো!
নির্বাসিত ইন্দ্রধ্বনি?

Quarsar

এই যে তুমি,
ছুটে চলছে Quarsar
কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরে!

তোমার সৌরভের
বিক্রিয়া, ফিশন, ফিউশন
ও বিচ্ছুরণ!

উজ্জ্বল হে Quarsar,
তুমি কি গ্যালাক্সির সন্তান!
নাকি গ্যালাক্সির সমাবেশ?

আলোতে আলোতে
মাতাও সৌরমণ্ডল।
ভয় কেনো কৃষ্ণ গহ্বর...

তুমি তো অসংখ্য তারার সমন্বয়
দূর থেকে দূরে, কত দূরে হায়!
কি বিপুল বিস্ময়!

এ শতকের মিথ

জৈব তাড়িত জীবনের কারণে
বার্ধ্যকে মুছে যায় অনেক স্মৃতিসুর,
দূরে সরে যায় মগজের
কোষের ধারণ ক্ষমতা।

কম্পিউটার সে ধারণায়
যান্ত্রিক মগজ,
দিন দিন বাড়ে তার মগজের স্পেস।

নতুন যৌবন লাভ করে
কালে কালে 'এবাকাস'।
এটা কী ম্যাজিক রিয়ালিজম!
যেমন, সুররিয়ালিজম মানে
পরাবাস্তবতা বা অধি-বাস্তবতা।

পাঠ ও বয়ানে প্রাসঙ্গিক
ও অপ্রাসঙ্গিক...

আমি অন্ধ বোবা।

এ কবিতা নয়।
নিছক সামান্য
সময়ের স্বার্থপরতার বর্ণনা।

স্বেচ্ছা মিরর

দ্বৈত-সত্তার চেনা পথ
গিলেছে হাঙ্গর সময়।

মেগা দৃশ্যপট পাল্টায়
আনন্দ বেদনায় প্রেম করচায়।

ঘর বাউলের রাগের ভেতর
অনুরাগ বাবুই বুনন গড়ে।
ফ্যাসিবাদ আর হিটলারিজম
পরিত্যক্ত হয়ে গান্ধীবাদী
মনোভাবে কুঠুরীতে কুণ্ডলী
পাকিয়ে জড়োসড়ো বাসা বাঁধে।

আসলে কী তাই?

সম্প্রসারিত বোধের বারান্দায়
ইজি চেয়ার দোল খায়।

তোমার হাতে ওটা কি?
জীবনানন্দ দাস? বুদ্ধদেব বসু?
নাকি রবীন্দ্রনাথ?

হাঙ্গরের দেশে আধুনিক নেতাজ্ঞীরা ভাবে,
তুমি তবে বনসাই!

গ্লোবাল সমীক্ষা

তৃষ্ণায় ছেদ পড়লে
প্রস্বেদনে অরুচি,
ভেদ্য অর্ধভেদ্য
অভিস্রবনে
লম্বচ্ছেদ বিচ্ছেদ।

পাতা ঝরে যায়,
শাখা-প্রশাখায়
চৈত্র মৌসুম।

'জীবন'
তখন আনাজপাতি।

শ্রী

বিবাহ এক বৈধ প্রশাসন
বিচারপতি ও পতি
আদালত ও সম্পত্তি
সন্তান ও উৎপাদন
বণ্টন ও প্রথা ...

সব বৈধতাই
এক প্রকার
অদ্ভূত নির্বাসন।